সংবাদ

তারিখ 19 SEP 2013
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

মামলার উদ্যোগ

বাকৃবিতে আইন উপদেষ্টা নিয়োগে বিরূপ প্রতিক্রিয়া

জেলা বার্তা পরিবেশক, ময়মনসিংহ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে খণ্ডকালীন আইন উপদেষ্টা নিয়োগ প্রক্রিয়া রহস্যজনকভাবে স্থগিত করার ঘটনা নিয়ে আবেদনকারীদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) সাবেক আইন উপদেষ্টা অসুস্থ হওয়ার কারণে গত ২০১২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি খণ্ডকালীন আইন উপদেষ্টা নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী অফেরতযোগ্য ২০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট /পে-অর্ডারসহ ১৫ বছরের দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা পরিচালনার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের আবেদন করার কথা বলা হয়।

সে অনুযায়ী আবেদনকারী অ্যাডভোকেট আবদুল গফুর খান বলেন, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর সিনিয়র আইনজীবী অ্যাড. রায়, অ্যাড. এমদাদুল হক মিল্লাত, অ্যাড. নজরুল ইসলাম চুন্নু, অ্যাড. জালাল উদ্দিন খান, অ্যাড. পীযূষ কান্তি সরকারসহ ২৪ জন আইনজীবী আবেদন করেন। আবেদনের পর বাছাই শেষে ২০ আইনজীবীকে ইন্টারভিউ দেয়ার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু রহস্যজনক কারণে নির্ধারিত তারিখের ২দিন আগে ইন্টারভিউ স্থগিত করা হয়। গত ৪ সেপ্টেম্বর ভিসির বিশেষ ক্ষমতাবলে বর্তমান ভিসি প্রফেসর ড. রফিকুল হক অ্যাডভোকেট রফিক উদ্দিন মজনু নামে স্বাধীনতাবিরোধী এক আইনজীবীকে ৬ মাসের জন্য সাময়িকভাবে নিয়োগ প্রদান করায় সব আবেদনকারী ক্ষুব্ধ।

তিনি বলেন, সবার প্রশ্ন- নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত রেখে কেন সাময়িকভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে? আমাদের ধারণা অবৈধ সুবিধা নিয়ে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

অন্য আবেদনকারীরা জানান, পরবর্তীতে সাময়িক নিয়োগকে স্থায়ী করার প্রক্রিয়ার এটি একটি ধাপ। এ ব্যাপারে মামলা করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

অন্যদিকে ভিসি কার্যালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা জানান, ভিসির অফিসে এক্সটেনশনে কর্মরত এডিশনাল রেজিস্ট্রার আফতাব এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অবৈধ হস্তক্ষেপ করে তার আত্মীয় অ্যাড. রফিক উদ্দিন মজনুকে সাময়িক নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। সূত্রটি আরো জানায়, এই এডিশনাল রেজিস্ট্রার আফতাব উদ্দিনের বিরুদ্ধে তার অফিসের মৃত এক কর্মচারীর পেনশন অন্য কর্মচারীকে পাইয়ে দেয়ার ঘটনায় একটি মামলা রয়েছে। সেই মামলায় সুবিধা পাওয়ার জন্য আবেদনকারীদের মধ্যে অনেক যোগ্যতা সম্পন্ন আইনজীবীদের বাদ দিয়ে তার আত্মীয়কে নিয়োগের ব্যবস্থা করেছেন।

এ ব্যাপারে জানার জন্য আফতাব উদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এই প্রতিনিধির কাছে সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তবে বাকৃবির রেজিস্ট্রার আবদুল খালেক বলেন, জরুরি প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবিধান অনুযায়ী ভিসির বিশেষ ক্ষমতাবলে ৬ মাসের জন্য এই আইন উপদেষ্টার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। অন্যদিকে বাকৃবি উপাচার্য ড. রফিকুল হকের বক্তব্য জানার জন্য গত মঙ্গলবার থেকে বারবার মোবাইল ফোনে তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও তিনি কথা বলেননি।